মর্লে মিন্টো সংস্কার- ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1909

মর্লে মিন্টো সংস্কার ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1909 নামেও পরিচিত, যা লর্ড জন মর্লে এবং ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর নামে নামকরণ করা হয়েছিল। 1909 সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্টের মাধ্যমে 1861 ও 1892 সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট সংশোধন করা হয়। মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন পরিষদে বেশ কয়েকটি সংস্কার প্রবর্তন করেছিল এবং ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে। এই আইনের অধীনে একটি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ধারণাও চালু করা হয়েছিল।

মর্লে মিন্টো সংস্কার কি?

মর্লে মিন্টো সংস্কার- ভারতীয় কাউন্সিল আইন 1909	
মর্লে মিন্টো সংস্কারের তারিখ	12 মার্চ 1909
সূচনা করেছিল	ব্রিটিশ সংসদ

মর্লে-মিন্টো সংস্কারের উদ্দেশ্য	• ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী প্রবর্তন করেছিল। • বিধান পরিষদের আকার বাড়ানো হয়েছিল। • প্রথমবারের মতো, ভাইসরয় এবং গভর্নরদের নির্বাহী কাউন্সিলের সাথে ভারতীয়দের একত্রিত করেছিল। .
মর্লে-মিন্টো সংস্কার সংশোধন করেছিল	1861 এবং 1892 সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন সংশোধন করেছিল।
মর্লে-মিন্টো সংস্কারের গুরুত্ব	ভারতীয়রা নির্বাহীদের সমালোচনা করার এবং দেশের আরও ভাল প্রশাসনের জন্য পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল।
প্রভাবিত অঞ্চলসমূহ	ভারতে ব্রিটিশ দের দখলে থাকা অঞ্চলসমূহ

মর্লে মিন্টো সংস্কারের পটভূমি

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের নিজেদের সমান হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করত, এমনকি রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার পরেও যেখানে তিনি বলেন যে ভারতীয়দের সাথে সমান আচরণ করতে হবে। 1905 সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক পরিচালিত বাংলা ভাগের পর বাংলায় ব্যাপক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (INC) যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্যগুলি 1892 সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন পূরণ করেনি ।
- 1906 সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথমবারের মতো হোম রুলের দাবি জানায়।
- গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ইংল্যান্ডে মোর্লের সাথে দেখা করে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।
- আগা খানের নেতৃত্বে মুসলিম অভিজাতদের একটি দল লর্ড মিন্টোর সাথে দেখা করে এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দাবি করে। একে বলা হয় সিমলা ডেপুটেশন। একই দল দ্রুত মুসলিম লীগ দখল করে নেয়, প্রাথমিকভাবে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব মহসিন-উল-মুলক এবং ওয়াকার-উল-মুলকের সাথে গঠিত।

মর্লে মিন্টো সংস্কারের মন্তব্য

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় বিধান পরিষদের আকার বৃদ্ধি করা হয়েছিল। আসন16 থেকে বাড়িয়ে 60 জন করা হয়েছিল।

- প্রাদেশিক আইন পরিষদে সদস্য সংখ্যা অভিন্ন ছিল না। কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদে সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখা হয়েছিল তবে প্রাদেশিক বিধান পরিষদগুলিকে বে-সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
    - এক্স অফিসো সদস্য: গভর্নর জেনারেল এবং নির্বাহী পরিষদের সদস্য।

- মনোনীত সরকারী সদস্য: সরকারী কর্মকর্তা যারা গভর্নর-জেনারেল দ্বারা মনোনীত হয়েছিল।
- মনোনীত বে-সরকারী সদস্য: গভর্নর-জেনারেল দ্বারা মনোনীত কিন্তু সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন না।
- নির্বাচিত সদস্য: ভারতীয়দের বিভিন্ন বিভাগের দ্বারা নির্বাচিত।

- 1909 সালের ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট কেন্দ্রীয় ও আইনপ্রণয়ন উভয় স্তরেই আইন পরিষদের সুচিন্তিত কার্যাবলী প্রসারিত করে।
- কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল। স্থানীয় সংস্থাগুলি একটি ইলেকটোরাল কলেজ নির্বাচন করবে, যার মাধ্যমে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের নির্বাচন করা হবে, যারা কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদের নির্বাচন করবে।
- ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট, 1909 (মর্লি-মিন্টো রিফর্মস) প্রথমবারের মতো ভাইসরয় এবং গভর্নরদের নির্বাহী পরিষদের সাথে ভারতীয়দের সমিতি প্রদান করে। দুই ভারতীয়কে সেক্রেটারি অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্সের কাউন্সিলে মনোনীত করা হয়েছিল।
- সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিনহা প্রথম ভারতীয় হিসেবে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে যোগ দেন।
- এটি চেম্বার অফ কমার্স, প্রেসিডেন্সি কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয় এবং জমিদারদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের জন্যও সরবরাহ করেছিল।
- মর্লে-মিন্টো সংস্কার 'পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী' ধারণা গ্রহণ করে মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের একটি ব্যবস্থাও চালু করেছিল। এর অধীনে, মুসলিম সদস্যদের শুধুমাত্র মুসলিম ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল।
- লর্ড মিন্টো সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর পিতা হিসেবে পরিচিত।